# পিকেএসএফ পরিক্রমা

এপ্রিল-জুন ২০২৩ খ্রিঃ   বৈশাখ-আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭   ৮৮০-২-২২২২১৮৩৩১-৩৩

৮৮০-২-২২২২১৮৩৪১   pksf@pksf.org.bd   www.pksf.org.bd   facebook.com/pksf.org

## বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার

# কৃষি জমিতে তামাকের পরিবর্তে খাদ্যশস্য চাষের আহ্বান

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে 'তামাক বিরোধী জাতীয় প্ল্যাটফর্ম' ২৮ মে ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি সেমিনার আয়োজন করে। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত এমপি, সাবেক উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ডা. অরূপ রতন চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মানস (মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা) এবং সদস্য, জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন পিকেএসএফ-এর সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ।

সেমিনারে 'টেকসই উন্নয়নে শক্তিশালী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রজ্ঞা-এর হেড অব প্রোগ্রাম মোঃ হাসান শাহরিয়ার এবং 'তামাক নয়, খাদ্য ফলাও: পিকেএসএফ-এর প্রচেষ্টা' শীর্ষক উপস্থাপনা প্রদান করেন ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক, পিপিইপিপি-ইইউ, পিকেএসএফ। এছাড়া, অনুষ্ঠানে *কৃষি জমিতে আর নয় তামাক* শীর্ষক একটি প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

# পিকেএসএফ-এর নতুন সহযোগী সংস্থা হিসাবে তালিকাভুক্ত হলো FHP

পিকেএসএফ-এর নতুন সহযোগী সংস্থা হিসাবে তালিকাভুক্ত হলো Society for Family Happiness and Prosperity - FHP। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর ২৪৫তম পরিচালনা কমিটির সভায় কিশোরগঞ্জ জেলার FHP সহযোগী সংস্থা হিসেবে অনুমোদন পায়। বর্তমানে FHP ১১টি জেলার ৬৭টি উপজেলায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১০ মে ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর তৎকালীন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. তাপস কুমার বিশ্বাস FHP-এর অনুকূলে প্রথম ঋণ অনুমোদনের চিঠি সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক কৃষ্ণ চন্দ্র দাসের কাছে হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ ও FHP-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

# পর্ষদের সাবেক সদস্য ড. এম এ কাশেমের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ

পিকেএসএফ পরিচালনা পর্ষদের সাবেক সদস্য ড. এম এ কাশেম ১৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ সকালে রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ড. এম এ কাশেম পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সাবেক মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গভর্নিং কাউন্সিলের সাবেক সদস্য ছিলেন। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশে পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন শীর্ষ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি জাতীয় পানি সম্পদ কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন।

পিকেএসএফ ড. এম এ কাশেম-এর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে এবং মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত প্রার্থনা করছে।

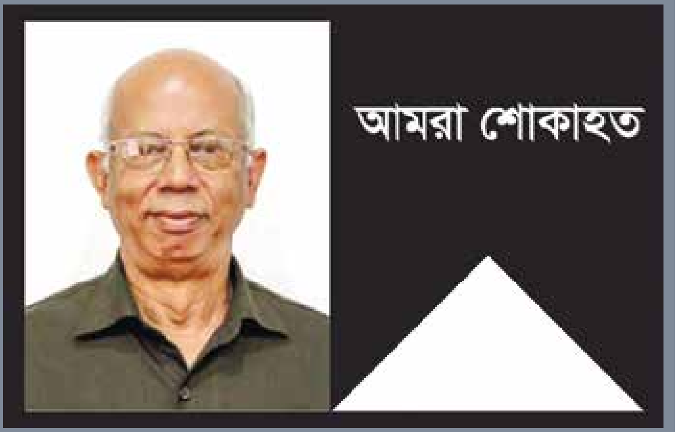

# অতিদারিদ্র্য দূরীকরণে পিকেএসএফ ও ইইউ-এর নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন

দেশের পিছিয়েপড়া অঞ্চলগুলোতে অতিদারিদ্র্য দূরীকরণে উন্নয়ন সংস্থাগুলোর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে জোর দেয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। ২৪ মে ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (পিপিইপিপি-ইইউ) প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনে প্রশংসনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও দেশের উত্তর, দক্ষিণ, হাওর ও পার্বত্য অঞ্চলের কিছু এলাকায় দারিদ্র্যের হার এখনও অনেক বেশি।

এসব অঞ্চলের দারিদ্র্যের হার হ্রাস ও বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পূরণে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্প অবদান রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি বলেন, লক্ষিত পরিবারগুলোতে টেকসইভাবে উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কার্যকরী ও ব্যয় সাশ্রয়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে পিকেএসএফ বিশেষ জোর দেয়।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি বলেন, বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণে ইইউ অঙ্গীকারাবদ্ধ। পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্প তারই একটি নিদর্শন। মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরণ প্রক্রিয়া ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের সাথে উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে পাশে থাকতে ইইউ-এর প্রতিশ্রুতি তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, পিকেএসএফ বর্তমানে দেশের ১.৮ কোটি পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে উপযুক্ত অর্থায়নসহ বহুমাত্রিক কারিগরি ও সামাজিক সেবা প্রদান করছে।

দেশের অতিদারিদ্র্য-প্রবণ ১২টি জেলার ৩৪টি উপজেলার ১৪৫টি ইউনিয়নে ২.১৫ লক্ষ অতিদরিদ্র পরিবারভুক্ত ৮,৬০,০০০ মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণে কাজ করছে এ প্রকল্প। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অর্থায়িত ২২.৮১ মিলিয়ন ইউরো অনুদানভিত্তিক প্রকল্পটি সহিষ্ণু জীবিকায়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন, পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ, জলবায়ু সহনশীলতা সৃষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশনে কাজ করছে।

# শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা অনুযায়ী ২৯ মে ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ-এর তিনজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন উপ-মহাব্যবস্থাপক গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস, ব্যবস্থাপক মোছাঃ মোসলেমা খাতুন এবং অফিস কর্মী গ্রেড-১ কইন দিও।

তাদের হাতে সম্মানজনক এ পুরস্কার তুলে দেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। এ সময় পিকেএসএফ-এর সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ, তৎকালীন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. তাপস কুমার বিশ্বাস এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## দুগ্ধশিল্প উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ

দেশের ভৌগলিক পরিবেশ গাভির খামার বাস্তবায়নের বিভিন্ন মানদণ্ড বিবেচনায় দুগ্ধশিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত প্রাণিসম্পদখাতের আওতায় দুগ্ধশিল্পকে লাভজনক করতে পারিবারিক ও আধা-বাণিজ্যিক পর্যায়ে দুধ হতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যসম্মত ও গুণগতমানসম্পন্ন দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনে সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে ফ্লেভার্ড পানীয়, টফি, ঘি, পনির, মাখন ইত্যাদি। এসব দুগ্ধপণ্য উৎপাদনে সমন্বিত কৃষি ইউনিট হতে উপকরণ সহায়তার পাশাপাশি কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হচ্ছে।

এছাড়া, প্রক্রিয়াজাতকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অভিজ্ঞ ও দক্ষ রিসোর্সপার্সনদের মাধ্যমে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সরকারি-বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ জনসমাগম হয় এরূপ স্থানে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের পুষ্টিগুণ বিষয়ে বিশেষ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হচ্ছে।

## ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিকাশে আসছে নতুন প্রকল্প MFCE

দেশে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তায় Microenterprise Financing and Credit Enhancement (MFCE) শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে পিকেএসএফ। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সম্বলিত এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহকে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বর্ধিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

এ লক্ষ্যে ১৪ মে ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এবং পিকেএসএফ-এর মধ্যে সম্পূরক ঋণ চুক্তি (SLA)

স্বাক্ষরিত হয়। এতে অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব আবু দাইয়ান মোহম্মদ আহসানউল্লাহ এবং পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের স্বাক্ষর করেন।

পাঁচ বছর মেয়াদী এ প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে দেশজুড়ে প্রায় এক লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিভিন্ন আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা পাবেন। এছাড়া, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহে তহবিল স্বল্পতা দূর করার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে তাদের অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্যে পরীক্ষামূলকভাবে একটি 'ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড' গঠন করা হবে। প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৮০ শতাংশই হবেন নারী।

**অবহিতকরণ কর্মশালা:** MFCE প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, নীতিমালা, ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা, প্রকল্পের হিসাবরক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন ইত্যাদি অনুসরণীয় বিষয়াদি সহযোগী সংস্থাকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে বিগত ১১-১৪ জুন ২০২৩ তারিখে ৪টি ব্যাচে ১১৮টি সহযোগী সংস্থার অংশগ্রহণে অর্ধদিবসব্যাপী ভার্চুয়াল অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

## আসছে নতুন প্রকল্প SMART

ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদন প্রক্রিয়া, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি ও প্রযুক্তি পরিবেশসম্মত করার পাশাপাশি এই খাতে 'সবুজ সমৃদ্ধি (Green Growth)' সঞ্চারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে পিকেএসএফ।

এ প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক হতে ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পিকেএসএফ হতে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করা হবে। ২৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে বিশ্বব্যাংকের পর্ষদ সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরকালে ২৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে বিশ্বব্যাংক ও আর্থিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যে প্রকল্পটির Financing Agreement স্বাক্ষরিত হয়।

SMART একটি ক্ষুদ্র-উদ্যোগকেন্দ্রিক ও উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর প্রকল্প যা প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি এবং সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৮০,০০০ ক্ষুদ্র-উদ্যোগের পরিবেশগত টেকসহিতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্থানীয় অর্থনীতি সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

## ৭ লক্ষাধিক উদ্যোক্তাকে প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা দিচ্ছে PACE প্রকল্প

ইফাদের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন PACE প্রকল্পের আওতায় কৃষি ও অকৃষি উপখাতে ৭৯টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে বর্তমানে ৪৬টি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে ৭ লক্ষাধিক  উদ্যোক্তা এবং উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন।

**ক্ষুদ্র উদ্যোগে ই-কমার্স পরিষেবা সম্প্রসারণ বিষয়ক কর্মশালা:** PACE প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে উৎপাদিত পণ্য বিপণনে ই-কমার্স পরিষেবার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৭ মে ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এ একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। M360ICT নামক একটি ই-কমার্স পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে নির্মিত একটি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম বিষয়ে উপস্থাপনা দেয়। কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর নির্বাচিত ১৮টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

**শোভন কর্মপরিবেশ উন্নয়ন কর্মশালা:** PACE প্রকল্পের আওতায় 'শোভন কর্মপরিবেশ উন্নয়ন কর্মশালা' ২১ মে ২০২৩ তারিখে বগুড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় পিকেএসএফ এর ৫টি সহযোগী সংস্থার (গাক, ওসাকা, শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন, ইপসা এবং ইউডিপিএস) প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

**ক্ষুদ্র উদ্যোগ পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও অনলাইন বিপণন আঞ্চলিক কর্মশালা:** গত ২২ মে ২০২৩ তারিখে বগুড়াস্থ সহযোগী সংস্থা গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ক্ষুদ্র উদ্যোগ পণ্যের মানোন্নয়ন ও অনলাইন বিপণন বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পিকেএসএফ-এর নির্বাচিত ১৮টি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

**টেকসই বাণিজ্যিক কাঁকড়া হ্যাচারি সম্প্রসারণ বিষয়ক কর্মশালা:** ৩১ মে ২০২৩ তারিখে সহযোগী সংস্থা নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি ডিসিপ্লিন-এর যৌথ উদ্যোগে টেকসইভাবে বাণিজ্যিক কাঁকড়া হ্যাচারি পরিচালনার সম্ভাবনা ও অন্তরায় বিষয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

## মানসম্মত আবাসন সহায়তায় পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম

অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মানসম্পন্ন আবাসন সুবিধা নিশ্চিতের স্বার্থে পিকেএসএফ 'লো-ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট' শীর্ষক একটি প্রকল্প এবং 'আবাসন ঋণ' শীর্ষক একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

**লো-ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রকল্প:** স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নতির জন্য পিকেএসএফ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (জাগৃক) ২০ অক্টোবর ২০১৬ সাল থেকে বিশ্বব্যাংকের সহ-অর্থায়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ-এর সাতটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্পের Shelter Support and Lending কম্পোনেন্টের আওতায় ১৩টি শহরে গৃহ নির্মাণ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্পটি ঋণগ্রহীতাদের আবাসন অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

৩০ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত পিকেএসএফ ৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৩টি শহরে নতুন বাড়ি নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত বাবদ ১১,৯৮৭ জন ঋণগ্রহীতাকে মোট ২৫৩.৯৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। মাঠ পর্যায়ে ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৯৮%। বর্তমানে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**'আবাসন ঋণ' কর্মসূচি:** পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল হতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে 'আবাসন ঋণ' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে কর্মসূচিটি ১৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ২৯টি জেলার ৬৭টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর আওতায় নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য ৩০ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ১২,৬৭৫ জন সদস্যকে প্রায় ২৯০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

## অবসরে গেলেন ড. তাপস কুমার বিশ্বাস

পিকেএসএফ-এ দীর্ঘ এক দশকের কর্মজীবনের ইতি টেনে অবসর গ্রহণ করলেন ড. তাপস কুমার বিশ্বাস। ২৪ মে ২০২৩ তারিখ ছিলো পিকেএসএফ-এ তার শেষ কর্মদিবস। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে পিকেএসএফ-এ যোগ দেন তিনি এবং ৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পান।

সুদীর্ঘ ৩৭ বছরের কর্মজীবনে পিকেএসএফ ছাড়াও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ইরি) ইত্যাদি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন ১৯৬১ সালে টাঙ্গাইলে জন্ম নেয়া কৃতি এ গবেষক।

## পাবনা থেকে দুবাই: দেশের প্রথম নিরাপদ লিচু রপ্তানি

আকর্ষণীয় ও সুস্বাদু ফল হিসেবে সকলের পছন্দের ফল লিচু। বাংলাদেশে বেশ কয়েক জাতের লিচু চাষ করা হয় যার মধ্যে বোম্বাই, কদমী, বেদানা ও চায়না-৩ জাতের লিচু বেশি জনপ্রিয়। দ্রুত-পচনশীল ফল হওয়ায় চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এতোদিন বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া, লিচুতে পোকার উপস্থিতি কিংবা সেটা দূর করার জন্য ব্যবহৃত ক্ষতিকর রাসায়নিকও রপ্তানির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম করে প্রথমবার বাংলাদেশ বিদেশের বাজারে লিচু রপ্তানি করেছে যাচ্ছে। সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট-এর সহায়তায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা সোসাল এডভান্সমেন্ট এন্ড কালচারাল এক্টিভিটিস (ওসাকা) কর্তৃক বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প 'পাবনা জেলায় পরিবেশসম্মত উপায়ে নিরাপদ লিচু চাষ প্রবর্তন'-এর উদ্যোক্তা মোঃ শামীম প্রামাণিক, শাহীনুর রহমান শাহীন, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিশ্বাস এই অসাধ্য সাধন করেছেন।

পোকা ও রাসায়নিক বিষমুক্ত নিরাপদ লিচু উৎপাদনের জন্য পাবনা জেলার স্থানীয় লিচু চাষীদের আমের মতো লিচুতে ব্যাগিং করার পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দেন উপ-প্রকল্পের কর্মকর্তারা। এতে পরামর্শক ও প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন ড. শরফ উদ্দিন, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্যান তত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর। লিচু চাষে বাংলাদেশের সম্ভাবনা নিয়ে তিনি বলেন, লিচু উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও এতদিনে রপ্তানির সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি।

লিচুতে ব্যাগ পরানো হলে পোকা দমন করতে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করতে হয় না। ফলে একদিক থেকে যেমন অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়, অপরদিকে ভোক্তারা পায় একটি পরিবেশসম্মত নিরাপদ ফল। এছাড়া, ব্যাগিং করা লিচু আকারে বড় ও লিচুর রং আকর্ষণীয় হয়। ব্যাগিং করা লিচু পোকার আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে ফলে পোকামুক্ত লিচু উৎপাদন সম্ভব হয়। আর রাসায়নিকের উপস্থিতি না থাকায় ব্যাগিং লিচু বিদেশে রপ্তানিতেও কোন বাধা নেই।

এসইপি'র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত ৫০,০০০ নিরাপদ লিচু রপ্তানি করা হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের লিচু বিদেশে রপ্তানির দুয়ার খুলেছে। পাশাপাশি, বাংলাদেশের সুস্বাদু লিচু বিশ্ব বাজারে সুনাম ও সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

## আবর্জনা থেকে তৈরি হচ্ছে প্লাস্টিক টাইলস

প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করে দেশে প্রথমবারের মতো তৈরি হচ্ছে প্লাস্টিক টাইলস। ফুটপাথ, ছাদবাগানসহ বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করা যাবে এই টাইলস। সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট-এর আওতায় সহযোগী সংস্থা রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার-এর মাধ্যমে ঢাকার কামরাঙ্গীর চর এলাকার একজন ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা নাজির হোসেন এই টাইলস তৈরি করেছেন।

ফেলে দেয়া পলিথিন ও প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে তৈরি এসব টাইলস বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর গবেষণাগারে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, পেয়েছে গবেষকদের প্রশংসা। সিরামিক ও পোড়ামাটির টাইলস অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ও সাশ্রয়ী হওয়ায় প্লাস্টিক টাইলস-এর বাণিজ্যিক ব্যবহারের প্রচুর সম্ভাবনাও রয়েছে।

'প্লাস্টিক দূষণের সমাধান' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আয়োজিত পরিবেশ মেলা ২০২৩-এ নাজির হোসেনের তৈরি প্লাস্টিক টাইলস প্রদর্শন করা হয়।

উল্লেখ্য, সরকার টেকসই প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনার অধীনে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এসইপি-এর এই উদ্ভাবন দেশের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় একটি টেকসই সমাধান হিসেবে কাজ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা।

# ৮৫ হাজার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে SEP প্রকল্প

পিকেএসএফ বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)-এর মাধ্যমে কৃষি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট ব্যবসাগুচ্ছভুক্ত ক্ষুদ্র-উদ্যোগের ব্যবসাসমূহ পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় ৪৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৩০টি উপখাতের অন্তর্গত ৬৪টি উপ-প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মে ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্পসমূহের অনুকূলে 'অগ্রসর ঋণ' বাবদ ৭৩৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপখাতে স্বল্পসুদে 'সাধারণ সেবা ঋণ' হিসেবে ৭৯.১৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উপ-প্রকল্পে ভ্যালুচেইন, পরিবেশগত উন্নয়ন এবং কারিগরি সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

**দক্ষতা উন্নয়ন:** মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে উপ-প্রকল্পের কর্মকর্তাদের ২,৫৫৭ জনকে ও ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা পর্যায়ে ৮৪,৪৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**বিশ্বমঞ্চে এসইপি'র পণ্য প্রদর্শন:** ১ মে ২০২৩ তারিখে বিশ্বব্যাংকের সদর দফতরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাস বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে ৫০ বছরের অংশীদারিত্ব উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এ অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি ছিল আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনী। এ প্রদর্শনীতে সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট-এর ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যও স্থান পায়।

# কৈশোর কর্মসূচি

'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জুলাই ২০১৯ হতে পিকেএসএফ-এর 'কৈশোর কর্মসূচি' উন্নত মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইউনিসেফ-এর সহযোগিতায় প্রণীত 'কিশোর-কিশোরী ক্ষমতায়নে প্রমিতমান পাঠসামগ্রী' বিষয়ে এর কারিগরি দল কর্তৃক পিকেএসএফ এবং কৈশোর কর্মসূচির আওতাভুক্ত সহযোগী সংস্থার মোট ৩৪জন কর্মকর্তাকে প্রথম ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে পিকেএসএফ-এর চাহিদার আলোকে কৈশোর কর্মসূচির উপযোগী করে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য কোর্সটি পরিমার্জন করে দ্বিতীয় ব্যাচের (পিকেএসএফ-এর ৫ জন এবং সহযোগী সংস্থার ৩০জন প্রশিক্ষণার্থীর জন্য) প্রশিক্ষণ গত ১৯-২২ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

# সমন্বিত কৃষি খাতে ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রম

**কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রম:** ০৯ মে ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ এবং সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক মুহম্মদ হাসান খালেদ দিনাজপুর জেলায় সহযোগী সংস্থা 'গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে) কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন পরীক্ষামূলক কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রমটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাঁরা উদ্যোক্তা পর্যায়ে কম্বাইন হার্ভেস্টারের মাধ্যমে ধান কর্তনসহ অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

এছাড়া, পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় জয়পুরহাট এবং চুয়াডাঙ্গায় সমলয় পদ্ধতিতে ধান চাষের কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার এবং কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে ধান কর্তনে হেক্টরপ্রতি প্রায় ১৫-১৭ হাজার টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হয়। তাছাড়া, সমলয় পদ্ধতিতে সারি করে ধান লাগানোর ফলে ধানের উৎপাদনও ভাল হয়।

**LRMP প্রকল্পের কার্যক্রম:** LRMP প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি) কর্তৃক 'সরকারি দুগ্ধ ও গবাদি জাত উন্নয়ন খামার, ফরিদপুর'-এ গবাদিপ্রাণী খামারিদের জন্য ১৩ মে ২০২৩ তারিখে আয়োজিত অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক মুহম্মদ হাসান খালেদ এবং পিকেএসএফ-এর অন্যান্য কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন করেন।

# উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিদর্শন

**পিকেএসএফ চেয়ারম্যানের মাঠ পরিদর্শন:** পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ২১ মে ২০২৩ তারিখে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় সহযোগী সংস্থা 'ইনডেভার'-এর প্রধান কার্যালয়ে সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. জাহেদা আহমদ ও পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। সভায় 'ইনডেভার'-এর সভাপতি, নির্বাহী পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলে সংস্থার ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান তার বক্তব্যে সংস্থাটির কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ৩ ও ৪ মে ২০২৩ তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলায় সহযোগী সংস্থা ইএসডিও-এর ৩৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি পিকেএসএফ-এর SEP প্রকল্পের 'পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ' শীর্ষক উপ-প্রকল্পের আওতায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় আধুনিক ইকো সলিড ব্লক ও হলো-ব্লক উৎপাদন কারখানা পরিদর্শন এবং মাদারগঞ্জ জামে মসজিদের শুভ উদ্বোধন করেন।

এছাড়া, ড. কিউকে আহমদ ইএসডিও-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রকল্পের বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। ঠাকুরগাঁও-১ আসনের সংসদ সদস্য রমেশ চন্দ্র সেন, ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসক মোঃ মাহবুবুর রহমান, ঠাকুরগাঁও পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেনসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উন্নয়ন মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। এছাড়া, ড. আহমদ PPEPP প্রকল্পের আওতায় সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ বিতরণ করেন এবং SIEP প্রকল্পের আওতায় চলমান দু'টি প্রশিক্ষণ ব্যাচ পরিদর্শন করেন। এ সময় ইএসডিও-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানসহ স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ড. আহমদ RMTP প্রকল্পের উদ্যোগে পরিচালিত টিউলিপ ফুল চাষের সাফল্য নিয়ে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও টিউলিপ চাষীদের সাথে মত বিনিময় করেন।

এরপর ৫ মে ২০২৩ তারিখে বগুড়া জেলায় সহযোগী সংস্থা গ্রাম উন্নয়ম কর্ম (গাক) কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান। তিনি গাবতলি সদর ইউনিয়নে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে বাস্তবায়িত একটি সেলাই কারখানা পরিদর্শন করেন এবং একটি প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। এছাড়া, তিনি গাক-এর নির্বাহী পরিচালক ড. খন্দকার আলমগীর হোসেনসহ উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কিউকে আহমদ-এর সাথে ছিলেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন।

**মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিদর্শনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক:** ফুল চাষে দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। তিনি বলেন, পিকেএসএফ-এর সাফল্য এই সত্যের মধ্যে নিহিত যে, ফুল চাষ করে উদ্যোক্তারা কেবল অর্থ উপার্জনই করছেন না, তারা বহুমাত্রিক দারিদ্র্যও মোকাবেলা করছেন। ৩ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে ঝিনাইদহ জেলার গান্না ইউনিয়নে সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (SEP)-এর উপ-প্রকল্প 'ইকোলজিক্যাল ফার্মিংয়ের মাধ্যমে ফুলের চাষ এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রবর্তন' কার্যক্রম পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন এসইপি-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী জহিরউদ্দিন আহম্মদ এবং সহযোগী সংস্থা আরআরএফ-এর নির্বাহী পরিচালক ফিলিপ বিশ্বাস। ঝিনাইদহ ও যশোর জেলায় পরিবেশবান্ধব ফুল চাষ প্রকল্পের আওতায় ছয় শতাধিক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সেবা দিচ্ছে পিকেএসএফ।

ড. হালদার বেশ কয়েকটি ফুলের বাগান পরিদর্শন করেন যেখানে কৃষকরা লিলিয়াম, জারবেরা, ডাচ রোজ, ইউস্টোমা এবং কার্নেশনের মতো উচ্চ মূল্যের ফুল চাষ করছেন। তিনি ক্লাস্টারের ফুল চাষি ও ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, এসইপির অধীনে তৈরি করা বিভিন্ন ভ্যালু চেইনের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মানুষ যুক্ত। এই প্রকল্পগুলো বহুমাত্রিক দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নকেও উন্নীত করছে। তিনি সকলকে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানান।

ড. নমিতা হালদার ১৪ জুন ২০২৩ তারিখে ঢাকা জেলার আশুলিয়াতে সহযোগী সংস্থা সিদিপ পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

**অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দের মাঠ পরিদর্শন**

২৬ মে ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)-এর আওতায় সহযোগী সংস্থা উন্নয়ন প্রচেষ্টা কর্তৃক পটারি ও ডেইরি ফার্ম উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষের সফরসঙ্গী হিসেবে তিনি উক্ত পরিদর্শনে অংশ নেন।

তারা দুপুরে সংস্থার পটারি (টেরাকোটা) উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পরিবেশবান্ধব মৃৎশিল্প কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে তারা মৃৎশিল্প উন্নয়নে নির্মিত এই কেন্দ্রের সামগ্রিক কার্যক্রম এবং ডেইরি ফার্ম উপ-প্রকল্পের আওতাভুক্ত ভার্মি-কম্পোস্ট উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন তালা উপজেলা চেয়ারম্যান সনৎ কুমার ঘোষ, উন্নয়ন প্রচেষ্টার পরিচালক শেখ ইয়াকুব আলী, সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা-এর নির্বাহী পরিচালক শেখ ইমান আলী, উন্নয়ন প্রচেষ্টার সমন্বয়ক এ.এস.এম মুজিবুর রহমানসহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ১৮ এপ্রিল সহযোগী সংস্থা রিসদা-বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাভারের বিরুলিয়ায় Skills for Employment Investment Program (SEIP)-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি ফ্যাশন গার্মেন্টস ও রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং শীর্ষক দু'টি কোর্সের প্রথম ব্যাচের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

## গবাদিপ্রাণির ভ্যাকসিন বিক্রি করে মাসে লক্ষাধিক টাকা আয়

সিরাজগঞ্জ জেলার সাইদাবাদ বাজার এলাকায় ৩৬ বছর বয়সী রজব শেখ ২০১৪ সালে গবাদিপ্রাণির ঔষধ বিক্রির জন্য দোকান খোলেন।

কিন্তু প্রতিদিন তিনি মাত্র ১,৫০০ টাকার ঔষধ বিক্রি করতেন। ২০২২ সালের শুরুতে তিনি পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা এনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত আরএমটিপি প্রকল্পের একজন এলএসপি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। রজব শেখ প্রকল্প হতে গবাদিপ্রাণী পালন, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ও ভ্যাকসিনেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাকে কুল চেইন ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ফ্রিজার প্রদান করা হয়।

বর্তমানে তিনি ভ্যাকসিন বিক্রয়ের পাশাপাশি গবাদিপ্রাণির জন্য প্রতিদিন ৮ টন খাদ্যও বিক্রি করছেন। অন্যান্য এলএসপিরাও তার কাছ থেকে গবাদিপ্রাণির সিমেন ও ভ্যাকসিন ক্রয় করছেন। এখন তিনি এ প্রকল্পের ১,২০০ জন খামারিকে নিয়মিত সেবা দিচ্ছেন। প্রতি মাসে তার আয় এখন ১ লক্ষ টাকারও বেশি। রজব শেখ আরও একটি ভ্যাকসিনের দোকান দিয়েছেন। দোকানটি তার স্ত্রী পরিচালনা করছেন। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো ব্যক্তি উদ্যোগে একটি প্রাণী হাসপাতাল স্থাপন করা। এজন্য তিনি ১,৪০০ বর্গফুট জায়গাও ক্রয় করেছেন।

## টেকসই উন্নয়ন ও মানব মর্যাদা নিশ্চিতে এগিয়ে চলেছে ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচি

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বর্তমানে দেশের ৬১টি জেলার ১৬১টি উপজেলার ১৯৭টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর আওতায় পিকেএসএফ-এর ১১০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৩.৭৪ লক্ষ খানার প্রায় ৬৩.২২ লক্ষ সদস্যকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে ক. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, খ. শিক্ষা সহায়তা, গ. পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সমৃদ্ধি ঋণ, ঘ. উন্নয়নে যুব সমাজ, ঙ. উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন, চ. সমৃদ্ধ বাড়ি ইত্যাদি।

**স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি:** সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ১৯৭টি ইউনিয়নে ৩৬৩টি ইউনিটের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নের মোট ১৩.৭৪ লক্ষ খানার মাধ্যমে প্রায় ৬৩.২২ লক্ষ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

**শিক্ষা সহায়তা:** ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে মোট ৫,৯৮৫ শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে মোট ১,৫৩,৩০৬জন শিক্ষার্থীদের পাঠদানে সহায়তা করা হচ্ছে।

**পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রম:** সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় তিনটি বিশেষ খাতে (আয়বর্ধনমূলক, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ ও সম্পদ সৃষ্টি ঋণ) উপযুক্ত ঋণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের মে ২০২৩ পর্যন্ত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ হতে সংস্থা পর্যায়ে ২২৩.৭৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যার বিপরীতে সংস্থাসমূহ হতে মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মাঝে মোট ৮২৮.২৮ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

**উন্নয়নে যুব সমাজ:** সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় সংগঠিত যুবদের বহুবিধ দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে আবেদন সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাচাইপূর্বক ৩২টি সহযোগী সংস্থার ৪১টি ইউনিয়ন থেকে ১৩ ধরনের কোর্সে মোট ২১৬ জন আগ্রহী যুবকে SEIP প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

**উদ্যমী সদস্য (ভিক্ষুক) পুনর্বাসন:** উদ্যমী সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১৩ থেকে এ পর্যন্ত ১,৩৩১ জন ভিক্ষুককে সফলভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এর ফলে, তারা সমাজের মূল কাঠামোতে পুনর্বাসিত হচ্ছেন।

**সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি:** সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়নের ‘সমৃদ্ধ বাড়ি’ তৈরির মাধ্যমে পারিবারিক আয়, উৎপানশীলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে টেকসইভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং উন্নত সংস্কৃতিবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করছে। চলতি অর্থবছরের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ৯৬টি বাড়িকে সমৃদ্ধ বাড়িতে রূপান্তর করা হয়েছে।

**দিবস উদযাপন:** “তোমার তুলনা তুমিই, মা”–এ প্রতিপাদ্য সামনে নিয়ে ১৪ মে ২০২৩ তারিখে সমৃদ্ধিভুক্ত ১৯৭টি ইউনিয়নে বিশ্ব মা দিবস উদযাপিত হয়। মাঠপর্যায়ে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে র‌্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। “প্লাস্টিক দূষণের সমাধানে সামিল হই সকলে” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৫ জুন ২০২৩ তারিখে সমৃদ্ধিভুক্ত ১৯৭টি ইউনিয়নে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে র‌্যালি, আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

## প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় হুইল চেয়ার পেলেন ২,০০৭ প্রবীণ

দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে

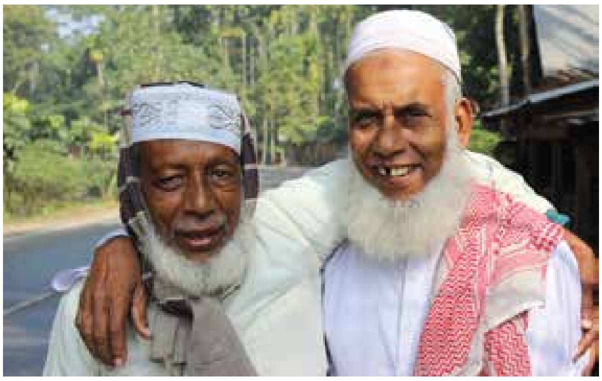

পিকেএসএফ-এর ‘প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি’ বর্তমানে ১০১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৫৯টি জেলার ১৪৯টি উপজেলার ২১২ট ইউনিয়নে মোট ৩.১৯ লক্ষ প্রবীণকে নিয়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১.০৩ লক্ষ প্রবীণ রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৭,৩৪৭ জন প্রবীণের মাঝে ৩.৯৬ কোটি টাকা পরিপোষক ভাতা বিতরণ করা হয়েছে এবং ১০,৮০৭ জন প্রবীণকে মোট ৫০.৫৩ কোটি টাকা প্রবীণ ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদানের পাশাপাশি তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশে বিভিন্ন চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড (যেমন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া কার্যক্রম) আয়োজন করা হয়। মে ২০২৩ পর্যন্ত ১২১টি প্রবীণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, এ পর্যন্ত ২,০০৭ জন প্রবীণকে একটি করে হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়েছে।

# মাসে ২,৪০০ টন ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করছে RMTP প্রকল্প

Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)-এর ৬৪টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে নিরাপদ কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে নিরাপদ উপায়ে পালনকৃত গরুর মাংস প্রক্রিয়াজাত পণ্য বিএসটিআই ও হালাল সনদ প্রাপ্তি নিশ্চিতপূর্বক বাজারজাতকরণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি প্রকল্পভুক্ত ৫ জন চাষী দুবাই ও যুক্তরাজ্যে সবজি রপ্তানি শুরু করেছেন। রপ্তানিকৃত সবজিতে কৃষকরা স্থানীয় বাজারের চেয়েও ২৫% বেশি মূল্য পাচ্ছেন। এছাড়া, এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিমাসে ২,৪০০ মেট্রিক টন ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করা হচ্ছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

**ইফাদ সহায়তা মিশনের সন্তোষ প্রকাশ:** সম্প্রতি ইফাদের সহায়তা মিশন আরএমটিপি প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। মিশনটির কার্যক্রম বিগত ৭-১৭ মে ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়।

সাত সদস্য বিশিষ্ট এ মিশন টিম বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন ভ্যালু চেইন কার্যক্রম পরিদর্শন করে এবং ফেসবুক মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে পণ্য বাজারজাতকরণের কাজ পরিদর্শন করে।

**আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের কর্মকর্তার মাঠ পরিদর্শন:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব মুহাম্মদ আমিন শরীফ সহযোগী সংস্থা ইপসা কর্তৃক চট্ট্রগ্রামে বাস্তবায়িত আরএমটিপি প্রকল্পের নিরাপদ উপায়ে গবাদিপ্রাণী পালন, দুধ হতে প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য ঘি, দই, ঘোল, এবং মিষ্টি উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিদর্শন করে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

**বরিশালে প্যাকেটজাত দুধের উৎপাদন শুরু:** বরিশালের দুগ্ধ উৎপাদনকারী মির্জা ইফতে খাইরুল হোসেন ১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে নিজের খামারের ৫ কেজি দুধ উৎপাদন করে ব্যবসা শুরু করেন। প্রথমে তিনি প্লাস্টিকের বোতলে দুধ প্যাকেটজাত করে বিভিন্ন মুদির দোকানে সরবরাহ করতেন। দুর্বল প্যাকেজিং, গুণগতমান, ব্র্যান্ডিং ও বিপণন কৌশলের কারণে তিনি ক্রেতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারঙ্গম ছিলেন না। ২০২২ সালে তিনি RMTP প্রকল্পভুক্ত হন। প্রকল্প হতে নিরাপদ উপায়ে দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, বিপণন, প্যাকেজিং ও ব্র্যান্ডিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বর্তমানে খাইরুল সফলভাবে প্যাকেটজাত দুধ বিক্রি শুরু করেছেন। বরিশাল শহরে অবস্থিত তার প্রতিষ্ঠান হতে প্রতিদিন ৪৫০ লিটার প্যাকেটজাত দুধ তৈরি ও বিক্রি হচ্ছে। এতে তার মাসে আয় প্রায় ১ লক্ষ টাকা।

# পিপিইপিপি প্রকল্প: ইইউ প্রতিনিধি দলের কর্মএলাকা পরিদর্শন

গত ৬-৮ জুন ২০২৩ তারিখে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দল ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী এবং রংপুর জেলায় পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের কর্মএলাকা পরিদর্শন করেন। ২০২২ সালের অক্টোবরে প্রকল্পের যাত্রা শুরুর পর এটি ইইউ প্রতিনিধি দলের প্রকল্পের কর্মএলাকায় প্রথম আনুষ্ঠানিক সফর। সফরকারী প্রতিনিধিদলে ফাইন্যান্স অ্যান্ড কন্ট্রাক্টস ম্যানেজার নিকোলাস মারভিল এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার (রেজিলিয়েন্ট লাইভলিহুডস) মেহের নিগার ভূঁইয়া অংশ

নেন। ইইউ প্রতিনিধিদলের সাথে পিকেএসএফ-এর পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্প পরিচালক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী এবং উপ-প্রকল্প পরিচালক তানভীর সুলতানা যোগ দেন। এ সময় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

সফরকালে ইইউ প্রতিনিধি দল প্রকল্পের সদস্য এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। পাশাপাশি, তারা প্রকল্পের অতিদরিদ্র সদস্য কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড, যেমন মুরগি পালন, ছাগল পালন, মাদুর ও পিঠা তৈরি, মৎস্য চাষ, টেইলারিং এবং বাঁশের কারুকাজ পরিদর্শন করেন।

**প্রকল্পের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন:** পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংস্থা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। প্রকল্প সমন্বয়কারী, কারিগরি কর্মকর্তা, এরিয়া ম্যানেজার, জোনাল ম্যানেজার, ইউনিট ম্যানেজার, হিসাবরক্ষক এবং ফিল্ড মবিলাইজার-সহ প্রায় ১,৬৫৮ জন কর্মকর্তা এতে অংশ নেন। ৩২টি ব্যাচে আয়োজিত এই ওরিয়েন্টেশনে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, গাইডলাইন/নির্দেশিকা এবং বাজেট বাস্তবায়ন কৌশলসহ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

## একত্রিশ হাজার তরুণকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে SEIP প্রকল্প

Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলছে। SEIP প্রকল্পের নিয়মিত ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩৩,৯১৮ জন (নারী ৬,৩৯৪, পুরুষ ২৭,৫২৪) প্রশিক্ষণার্থীর নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৮৮%। এদের মধ্যে সনদপ্রাপ্ত হয়েছেন মোট ৩১,৭০১ জন (নারী ৫,৭০৩, পুরুষ ২৫,৯৯৮)। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী মোট ২২,৪৫০ জন তরুণ এ পর্যন্ত কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছেন (নারী ৩,৯০২, পুরুষ ১৮,৫৪৮)। এদের মধ্যে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছেন ৬,৯২১ জন ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানে নিযুক্ত হয়েছেন ১৫,৫২৯ জন। এছাড়া, বাংলাদেশসহ বিশ্বে ক্রমবর্ধমান বার্ধক্যজনিত সেবাসহ শিশু পরিচর্যাজনিত সেবা প্রদানের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পেশাদার শুশ্রুষাকারী তৈরির লক্ষ্যে পিকেএসএফ কর্তৃক কেয়ারগিভিং ট্রেডেও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি, দেশের হিজড়া জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মূলস্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা টিএমএসএস-এর বগুড়া প্রশিক্ষণ সেন্টারে ফ্যাশন গার্মেন্টস ট্রেডে দু'টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ৩ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা রুরাল রিকন্স্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ) এবং ৩ মে ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) পরিদর্শনকালে SEIP প্রকল্প পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

এছাড়া, এপ্রিল-জুন ২০২৩ সময়ে মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও মুখ্য সমন্বয়কারী, SEIP রাজশাহী জেলায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা, আশ্রয় টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, ইউসেপ, রুমিয়া নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং টিএমএসএস, বগুড়া-এর নিয়মিত ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

## 'ওস্তাদ-শাগরেদ' মডেলে তরুণদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে RAISE প্রকল্প

পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংক-এর যৌথ অর্থায়নে ফেব্রুয়ারি ২০২২ হতে পাঁচ বছর মেয়াদি RAISE প্রকল্প নির্বাচিত ৭০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার ৩৩৩টি উপজেলার urban ও peri-urban এলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মানব সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক এ প্রকল্পটির আওতায় সারাদেশে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার তরুণ ও ছোটো উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এছাড়া, প্রকল্পভুক্ত সকল ছোটো উদ্যোগ পরিচালনায় মর্যাদাপূর্ণ শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং পরিবেশ ও সামাজিক মানদণ্ড বজায় রাখার বিষয়ে জোর দেয়া হচ্ছে।

**প্রকল্পের অগ্রগতি:** এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত কোভিড-১৯ মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ছোটো উদ্যোক্তা এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রায় ৪৬১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ৩১,২৪০ জন উদ্যোক্তাকে 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, নির্বাচিত ২৬টি ট্রেডের আওতায় ৩,৪৫৫ জন শিক্ষানবিশকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডভিত্তিক ৬ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ এবং ১,৭৬৮ জন মাস্টার ক্রাফটসপার্সনকে ২ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের অধীনে শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় তরুণ শিক্ষানবিশদের 'ওস্তাদ-শাগরেদ' মডেলে হাতে-কলমে কারিগরি দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' বিষয়ক শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ Training of Trainers (ToT) চলমান রয়েছে।

২১ মে থেকে ৮ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক কর্তৃক Implementation Support Mission পরিচালিত হয়। মিশনের আওতায় ২২ মে ২০২৩ তারিখে Kick-off Meeting, ৭ জুন ২০২২ তারিখে Pre-wrap-up Meeting এবং ৮ জুন ২০২৩ তারিখে Wrap-up Meeting অনুষ্ঠিত হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে অনুষ্ঠিত মিশনের Wrap-up meeting-এ RAISE প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি 'সন্তোষজনক' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

# বন্যামুক্ত বসতভিটায়
# সবজি চাষে বাড়ছে আয়

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যাপ্রবণ জেলা লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও জামালপুরের লক্ষাধিক মানুষ বন্যায় যেখানে নিজ বাড়িতে থাকতে পারতো না, সেখানে আজ তারা সবজি চাষ করে বাড়তি আয় করছে। বন্যার কারণে দিনের পর দিন থাকতে হচ্ছে না আশ্রয়কেন্দ্র বা উঁচু রাস্তায়। এমনকি পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্যাকবলিত জনগণও আশ্রয় নিচ্ছেন এ সকল উঁচুকৃত বসতভিটায়।

ECCCP-Flood প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল-জুন ২০২৩ পর্যন্ত উপর্যুক্ত জেলাগুলোর ১১টি উপজেলার ৩৬টি ইউনিয়নে ২১৬০টি বসতভিটা উঁচু করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার বিগত বছরগুলোর সর্বোচ্চ বন্যার সীমা বিবেচনাপূর্বক উঁচুকৃত এ সকল বসতভিটায় প্রকল্প অংশগ্রহণকারীগণ সারা বছর ধরে লাউ, শিম, মিষ্টি কুমড়া, ঢেঁড়স, করলা, বেগুন, টমেটো, পেঁপে, লাল শাক, পুঁই শাক, পালং শাক, কলমী শাক, লেবু, ইত্যাদি চাষ করছেন। এছাড়া, কলা, পেয়ারা, আম, নিমসহ নানা ধরনের ফলজ এবং ভেষজ গাছও রোপণ করা হচ্ছে এ সকল বসতভিটায়। বাড়ির আঙিনায় চাষকৃত শাক সবজি তাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। অপরদিকে উদ্বৃত্ত সবজি বিক্রয়ের মাধ্যমে অনেকেই করছেন বাড়তি আয়। শুধু তাই নয়, বন্যার পানিতে বসতভিটার মাটি ক্ষয়রোধেও অপরিসীম ভূমিকা রাখছে ফলজ এবং ভেষজ গাছসমূহ।

Green Climate Fund (GCF)-এর অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত ECCCP-Flood প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প অংশগ্রহণকারীদের নেতৃত্ব বিকাশ উন্নয়ন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, বন্যা-সহনশীল ও উচ্চ মূল্যের ফসল চাষ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, গবাদিপ্রাণির টিকাদান, বন্যামুক্ত অগভীর নলকূপ স্থাপন, জলবায়ু-সহনশীল স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলার জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দলের ১২০ জন সদস্য এবং প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তাদের মাঝে এপ্রিল-জুন ২০২৩ সময়ে তিনটি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর (Exchange Visit) অনুষ্ঠিত হয়। পৃথকভাবে আয়োজিত এ অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দলের সদস্যগণ প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত বসতভিটা উঁচুকরণ, অগভীর নলকূপ ও ল্যাট্রিন স্থাপন, মাচায় ছাগল পালন, বন্যা-সহনশীল ফসল উৎপাদন, উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদন এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দলের কার্যক্রম ইত্যাদি পরিদর্শন করেন এবং এসব নিজেদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময় করেন।

*২৮ মে থেকে ৪ জুন ২০২৩ তারিখে চীনে আয়োজিত Knowledge Exchange Visit on Imitation Jewelerry শীর্ষক এক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে অংশ নেয় পিকেএসএফ-এর একটি প্রতিনিধি দল। পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিনের নেতৃত্বে এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার মোট ১৪ জন কর্মকর্তা।*

# প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

*পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ৫-৭ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত Executive Leadership Training কোর্সে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ*

**নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:** সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের চাহিদা বিবেচনায় এনে পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ শাখা বর্তমানে ০৯টি কোর্সে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখার আওতায় এপ্রিল-জুন ২০২৩ প্রান্তিকে পিকেএসএফ ভবনে ০৬টি ব্যাচে ১২৬ জন কর্মকর্তাসহ চলমান অর্থবছরে সর্বমোট ২৪টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের ৫০৩ জন কর্মকর্তাকে ০৯টি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**Executive Leadership Training:** পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার দক্ষ ও উপযুক্ত কর্মকর্তাদের Executive Leadership Training কোর্সের মাধ্যমে তাদের মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ, দক্ষভাবে ম্যানেজমেন্ট সাকসেশন এবং স্মার্ট প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে সহযোগিতা করছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ৫-৭ জুন ২০২৩ তারিখে ৩য় ব্যাচে ২৫টি সহযোগী সংস্থার মোট ২৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ৩টি ব্যাচে ৭৫টি সহযোগী সংস্থার মোট ৭৫ জন কর্মকর্তাকে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**Leadership for Development Professionals:** সহযোগী সংস্থার জোনাল ম্যানেজার ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব বিকাশে ৫ দিনব্যাপী এ নতুন কোর্স চালু করা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের পাশাপাশি স্বনামধন্য রিসোর্সপার্সনগণ এ কোর্সের বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন।

**ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম:** জানুয়ারি-জুন ২০২৩ ষান্মাসিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ১০ শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির স্নাতক পর্যায়ের ০১ জন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের প্রশিক্ষণ:** ০১ এপ্রিল-১৫ জুন ২০২৩ সময়ে দেশের বাইরে পিকেএসএফ-এর ৫২ জন কর্মকর্তা Asian Institute of Technology (AIT), Vietnam Bank for Social Policies (VBSP), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Adaptation Fund Board Secretariat & Ministry of Environmental of Rwanda Ges Smart Technologies (BD) Ltd. কর্তৃক আয়োজিত অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সময়ে পিকেএসএফ-এর মোট ৪৫ জন কর্মকর্তা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সম্মেলন ও ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করেন।

*২১-২৮ মে ২০২৩ তারিখে থাইল্যান্ডে Asian Institute of Technology (AIT) কর্তৃক আয়োজিত*
*Climate Resilient Agriculture & Sustainable Farming শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী দলের সদস্যবৃন্দ।*

# পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রম

## ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা)

জুলাই ২০২২ - মে ২০২৩ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৫,০৩৫.২৩ কোটি (টেবিল-২) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৫৪,৪৪৩.৮৬ কোটি (টেবিল-১) টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৪৪ ভাগ। নিচে মে ২০২৩ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপিত হলো।

**টেবিল-১: ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ও ঋণস্থিতির তথ্য (পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা)**

| কর্মসূচি/প্রকল্প<br>মূলস্রোত কর্মসূচি | ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়) (মে ২০২৩ পর্যন্ত) | ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) (৩১ মে ২০২৩ পর্যন্ত) |
|---|---|---|
| জাগরণ | ১৮২৯৫.৯৭ | ২৭৬৭.৭৮ |
| অগ্রসর | ১০৪৩৯.৫৫ | ২৩৯৪.৭৪ |
| সুফলন | ১২১৮৬.৩১ | ৬৩৭.২৫ |
| বুনিয়াদ | ৩৪৯০.৫৭ | ৪৯৯.৬১ |
| কেজিএফ | ১৪৯২.৯৫ | ৮১.৩০ |
| সমৃদ্ধি | ১৪৪৮.৯২ | ৪৫৯.৫৮ |
| এলআরএল | ১১০০.০০ | ৫৬৯.০০ |
| লিফট | ২৪৩.৭২ | ৪৭.৭৮ |
| এসডিএল | ৬৯.৮০ | ৬.০২ |
| আবাসন | ২৬৯.৫০ | ২৩৭.৫৯ |
| অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ) | ৪৩৪.৬৭ | ৪৯.৮৬ |
| মোট (মূলস্রোত কর্মসূচি)<br>প্রকল্পসমূহ | ৪৯৪৭১.৯৭ | ৭৭৫০.৫১ |
| ইফরাপ | ১১২.২৫ | ১.৩৭ |
| এফএসপি | ২৫.৮৮ | ০.০০ |
| এলআরপি | ৮০.৩৮ | ০.০৬ |
| এমএফএমএসএফপি | ৩৬১.৯৬ | ৯.০৮ |
| এমএফটিএসপি | ২৬০.২৩ | ০.০৯ |
| পিএলডিপি | ৫৯.৩৯ | ০.০০ |
| পিএলডিপি-২ | ৪১৩.০২ | ৮.৭৫ |
| এলআইসিএইচএসপি | ১৭০.৮০ | ৯৭.৬২ |
| অগ্রসর-এমডিপি | ১৬৮৭.৩৭ | ৮৩৫.৯৩ |
| অগ্রসর-এসইপি | ৭৩৬.০০ | ২৬৪.০০ |
| অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ) | ১০৬৪.৬২ | ৮৬৬.৩২ |
| মোট (প্রকল্পসমূহ) | ৪৯৭১.৮৯ | ২০৮৩.২১ |
| সর্বমোট | ৫৪৪৪৩.৮৬ | ৯৮৩৩.৭২ |

Component-wise Loan Disbursement : PKSF to POs in FY 2022-23 (up to May 2023) (Crore BDT)

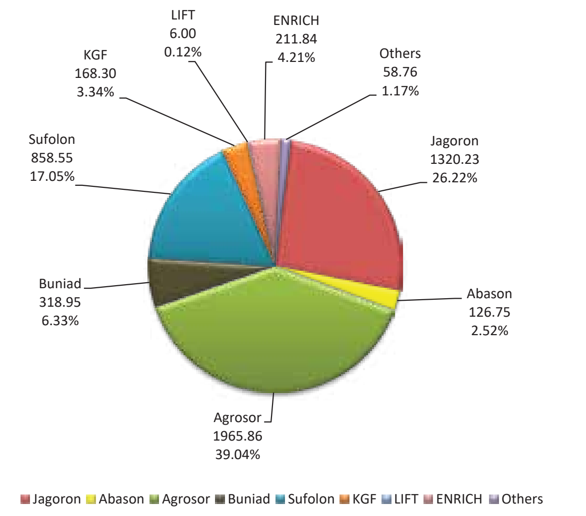


**টেবিল-২: ঋণ বিতরণ তথ্য (পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা)**

| কার্যক্রম/প্রকল্পসমূহ | পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা (কোটি টাকায়) (জুলাই ২০২২- মে ২০২৩) | সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা (কোটি টাকায়) (জুলাই ২০২২- এপ্রিল ২০২৩) |
|---|---|---|
| জাগরণ | ১৩২০.২৩ | ২৮৪২১.৩১ |
| অগ্রসর | ১৯৬৫.৮৬ | ৩৩৯৬০.৮৪ |
| বুনিয়াদ | ৩১৮.৯৫ | ৯৫৯.৩৮ |
| সুফলন | ৮৫৮.৫৫ | ৫৬৩৪.০০ |
| কেজিএফ | ১৬৮.৩০ | ৪২৯.০৫ |
| লিফট | ৬.০০ | ২০৩.৪০ |
| সমৃদ্ধি | ২১১.৮৪ | ৮৬৬.৪১ |
| এলআরএল | ০.০০ | ৪২৭.০৬ |
| আবাসন | ১২৬.৭৫ | ১৫৯.৯২ |
| অন্যান্য | ৫৮.৭৬ | ১৩৩২০.২৭ |
| মোট | ৫০৩৫.২৩ | ৮৪৩৮১.৬৩ |

## ঋণ বিতরণ (সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য)

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে (এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত) পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৮৪,৩৮১.৬৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ৬,২৫,১২৯.৫৮ কোটি টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.২৫ ভাগ।

এপ্রিল ২০২২-এ সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ৬২,৫৭৫.৯১ কোটি টাকা। একই সময়ে, সদস্য সংখ্যা ছিলো ১.৯১ কোটি, যার মধ্যে ৯১.২১ শতাংশই নারী।

Component-wise Loan Disbursement : POs to Clients in FY 2022-23 (up to April 2023) (Crore BDT)

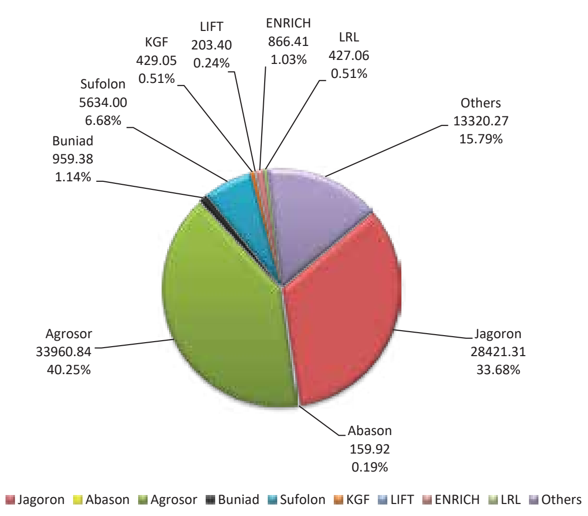

## পিকেএসএফ-এর প্রযুক্তিগত ও পরামর্শক সহায়তা চায় ভারতীয় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান

ভারতের অ্যাসোসিয়েশন অফ মাইক্রোফিন্যান্স ইনস্টিটিউশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর ১৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ৩ মে ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর সাথে এক সভায় মিলিত হয়। 'Sharing Experience: PKSF's Intervention in Poverty Alleviation' শীর্ষক এ সভায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের ভারতীয় উপমহাদেশে তথা বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণের বিবর্তন এবং পিকেএসএফের ইতিহাস এবং এর কার্যপ্রণালীর ওপর আলোচনা করেন।

প্রতিনিধি দলটি ভারতে পিকেএসএফ মডেলের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার বিষয়ে পিকেএসএফ-এর কাছ থেকে প্রযুক্তিগত ও পরামর্শক সহায়তা চায়। জবাবে, ড. হালদার ভারতীয় গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন।

## BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের ২য় বার্ষিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ-পরিচালিত Bangladesh Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Development প্রকল্পের ২য় বার্ষিক সমন্বয় সভা ১৪ মে ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর আলোকে বাংলাদেশের WASH Sector ও BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ক আলোচনা করেন মোঃ ফজলুল কাদের, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ।

BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের অগ্রগতি, কর্ম এলাকা সম্প্রসারণ, লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক উপস্থাপনা প্রদান করেন মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ আবদুল মতীন।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন রোকেয়া আহমেদ, সিনিয়র ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন স্পেশালিস্ট, বিশ্বব্যাংক।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ৫৭টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এবং ফোকাল পার্সনরা সভায় অংশ নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনায় তাদের মতামত তুলে ধরেন।

বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের সহায়তায় পিকেএসএফ সারাদেশে ১০ লক্ষ পরিবারের জন্য নিরাপদ ব্যবস্থাপনা টয়লেট এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার পরিবারের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দেশের ৭৮টি উপজেলায় BD Rural Wash for HCD প্রকল্প পরিচালনা করছে।

বুক পোস্ট

পিকেএসএফ পরিক্রমা

উপদেশক : ড. নমিতা হালদার এনডিসি
গোলাম তৌহিদ

সম্পাদনা পর্ষদ : জিতেন্দ্র কুমার রায়, সুহাস শংকর চৌধুরী
মাসুম আল জাকী, সাবরীনা সুলতানা